বরাবরের মতোই বিষণ্ণচিত্ত মনে ভাবনার গহিনে কি যেন ভেবে চলছে নগরজীবনের যান্ত্রিকতায় অভ্যাস্ত মিঃ রেহাল সাহেব। সেদিন হঠাৎ কাকতালীয় ভাবে একই সাথে তার অফিস, ছেলে রোদেলের স্কুল আর মিসেস রেহাল এর ইউটিউবিং এর ছুটি পড়ে যায়। অফিসের একজন নতুন ভদ্রলোক জয়েন করেছে। যেই বসের জন্য নিজের সবকিছু উৎসর্গ করে রাত কে দিন আর দিন কে রাত বানিয়ে একের পর এক কার্যসিদ্ধি করেছিলেন আজ সেই বস নতুনত্ব খুজছে অন্য কারোর মধ্যে। নতুন জয়েন করা ভদ্রলোকের কথা মতো কোম্পানির অন্তঃসংগঠনের বিভিন্ন সংস্কারের কাজে সেদিন সব নেতৃত্ব স্থানের পদের মানুষজনদের কে ছুটি দেয়া হয়েছে। শুধু মাত্র অফিসের ৩ জন পিওন, বড় স্যার আর নতুন মাতব্বর সেদিন ৫০০০ স্কয়ার ফিটের বিশাল রাজকীয় অফিসে অবস্থান করছিলেন। উদ্দেশ্য কোম্পানির সংস্কার। দুজন মিলে ঠিক করছেন কার ডেস্ক কোথায় দেয়া হবে, কে কত দূরত্বে অবস্থান নিবে, কার কোন সেক্টরের সাথে দেয়া হবে আর মাথা মোটা ৩ পিওন শুধু ডেস্ক নাড়াচাড়া করছে। দীর্ঘদিনের সখ্যতা থাকায় মিঃ রেহাল সাহেবকেই অফিসের একজন পিওন নিজের অভিভাবক মনে করতেন। মনে মনে তিনি যেন তার বস। এজন্য অফিসের সব খবর রেহাল সাহেব পেয়ে যাচ্ছিলো মোবাইল ফোনের একেকটা নোটিফিকেশনের আওয়াজে।

“বাবা” মিঃ রেহাল বুঝতে পারছেন না কোথায় যেন তাকে কেউ ডাকতেছে